নগরীর ৯টি হাটে দেশী-বিদেশী গরুর সমাহার

চট্টগ্রাম অঞ্চলে কোরবানীর পশুর ট্রাক থামিয়ে ঘাটে ঘাটে পুলিশের চাঁদাবাজি

রফিকুল ইসলাম সেলিম : কোন পেশাদার চাঁদাবাজ বা সন্ত্রাসী নয়, খোদ পুলিশ বাহিনীর সদস্যরাই ঘাটে ঘাটে কোরবানীর পশুর ট্রাক থামিয়ে চাঁদাবাজি করছে। নানা অজুহাতে সড়ক-মহাসড়কে পশুবাহী ট্রাক আটক করে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা নেয়া হচ্ছে। আর এ বেপরোয়া চাঁদাবাজির প্রভাবে বাজারের শুরুতে পশুর দাম উর্ধ্বমুখী হয়ে উঠেছে।

অথচ পুলিশ সদরদপ্তর থেকে কড়া নির্দেশনা দেয়া আছে, কোন পুলিশ গরুর ট্রাক থামিয়ে তাতে তল্লাশি চালাতে পারবে না। এসব ট্রাক যাতে দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছতে পারে সেই ব্যবস্থাই করবে পুলিশ। তবে গরু ব্যবসায়ীরা বলছেন, বাস্তবে হচ্ছে তার উল্টো।

কোরবানীর পশু আনা-নেয়া শুরু হতেই চাঁদাবাজিতে নেমে পড়েছে পুলিশ। হাইওয়ে পুলিশ, থানা, ফাঁড়ি, চেকপোস্ট এমনটি টহল পুলিশও অনেক এলাকায় চাঁদা তুলছে। নানা হয়রানি আর ঝামেলায় পড়ার আশঙ্কা এবং কম সময়ে পশুর হাটে পৌঁছার তাগিদে ব্যবসায়ীরা অনেকটা নীরবে পুলিশের অবৈধ দাবী পূরণ করে আসছেন।

অন্যদিকে চাঁদার টাকা পুষিয়ে নিতে ব্যবসায়ীরা গরু, ছাগলের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছেন। গতকাল বন্দরনগরীর কয়েকটি কোরবানী পশুর হাট ঘুরে ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের সাথে কথা বলে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

কুষ্টিয়ার মীরপুর থেকে ট্রাকযোগে বিশটি গরু নিয়ে সাগরিকা গরুর বাজারে আসেন ব্যবসায়ী আবুল হোসেন। তিনি জানান, গন্তব্যে পৌঁছে তাকে ৫টি স্পটে চাঁদাবাজ পুলিশের মুখোমুখি হতে হয়েছে। নানা অজুহাতে হাইওয়ে পুলিশ তার গরু বোঝাই ট্রাক থামিয়ে তার কাছ থেকে টাকা দাবী করেছে। আর টাকা দিতে দেরি করায় তাকে দুই স্পটে আধাঘণ্টা করে ট্রাক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। সর্বশেষ নগরীর পাহাড়তলী থানার সিটি গেট পুলিশ চেকপোস্ট অতিক্রমকালে তার কাছ থেকে ২ হাজার টাকা আদায় করেছে পুলিশ। আর আগে সীতাকুণ্ড, মীরসরাই, ফেনী এবং চৌদ্দগ্রামে তিনি পুলিশের কবলে পড়েন। একই অভিজ্ঞতার কথা জানালেন রাজশাহীর গোদাগাড়ীর গরু ব্যবসায়ী জমির হোসেন। তিনি জানান, সড়ক-মহাসড়কের অনেক এলাকায় পুলিশ পশুবাহী ট্রাক থমিয়ে তাতে তল্লাশি চালাচ্ছে। জানতে চাচ্ছে গরু দেশী না ভারতীয়। ভারতীয় হলে আমদানীর কাগজপত্র আছে কিনা। দেশী বা নিজের ফার্মের হলে তার প্রমাণও দেখতে চাইছে তারা।

কোন কারণ ছাড়াই গরুর ট্রাক আটক করে দীর্ঘক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে। আবার কোথাও সরাসরি টাকা দাবী করে বসছে পুলিশ। ভুক্তভোগী ব্যবসায়ীরা বলছেন, এমনিতে সড়ক-মহাসড়কের বেহাল দশা, আর যানজটে গন্তব্যে পৌঁছতে দেরি হচ্ছে। তার ওপর কোন কারণ ছাড়াই গরু বোঝাই ট্রাক দাঁড় করিয়ে রাখায় আরো সময় নষ্ট হচ্ছে। সময় বেশী লাগায় বাড়ছে ট্রাক ভাড়া। অন্যদিকে বাজারও ধরা যাচ্ছে না। এসব কারণে ব্যবসায়ীদের অনেকে পুলিশকে চাঁদা দিয়ে দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছার চেষ্টা করছে।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে চট্টগ্রাম অভিমুখী গরু বোঝাই ট্রাক কমবেশী প্রায় সব সড়ক-মহাসড়কে চাঁদাবাজদের কবলে পড়ছে। প্রতিবছর এই সময়ে মহাসড়কে চাঁদাবাজদের উৎপাত দেখা গেলেও এবার পেশাদার চাঁদাবাজদের পেছনে ফেলে এই অপকর্মে নেমে পড়েছে পুলিশ। নগরীর সল্টগোলা গরুর বাজারের একজন ব্যবসায়ী জানান, গত কয়েক দিনে সারা দেশের নিরাপত্তায় মহাসড়কগুলোতেও অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সরব উপস্থিতির কারণে অপরাধীরা এখন কোণঠাসা। আর এ সুযোগে পুলিশ সদস্যরা অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে।

মহাসড়কে কোরবানী পশুর ট্রাকে পুলিশের চাঁদাবাজির বিষয়টি র‌্যাব ও রেঞ্জ পুলিশের শীর্ষ কর্মকর্তাদের অজানা বলে জানান তারা। তারা বলছেন, কেউ এখনো এমন কোন অভিযোগ তাদের কাছে করেননি। আর

অভিযোগ পেলে অবশ্যই সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানান তারা।

এ প্রসঙ্গে নগর পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার প্রকৌশলী বনজ কুমার মজুমদার ইনকিলাবকে জানান, কোরবানী পশুর ট্রাকের কাছেও পুলিশ ঘেঁষতে পারবে না এমন নির্দেশনা আছে। শুধুমাত্র ট্রাকে অবৈধ কিছু থাকার ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন তথ্য থাকলেই পুলিশ কোন ট্রাক থামাতে পারবে। চট্টগ্রাম মহানগরী এলাকায় এই নির্দেশনা কঠোরভাবে মানা হচ্ছে বলেও তিনি দাবী করেন।

র‌্যাব-৭ চট্টগ্রামের সহকারী পরিচালক এএসপি সাজ্জাদ হোসেন জানান, কোরানীর পশু বোঝাই ট্রাকে চাঁদাবাজি রোধে র‌্যাব বেশকিছু উদ্যোগ নিয়েছে। নগরীর পশুর হাটের নিরাপত্তায় বিশেষ টিম নামানো হয়েছে। সড়ক-মহাসড়কেও তাদের টিম রয়েছে বলে তিনি জানান। সড়কে ট্রাক থামিয়ে কোন কোন এলাকায় চাঁদাবাজি হলেও তার কোন তথ্য তাদের জানা নেই বলে তিনি জানান। তবে র‌্যাব সদস্যরা এ বিষয়ে সতর্ক রয়েছে।

একজন পুলিশ কর্মকর্তা জানান, কয়েক বছর আগে গরুর ট্রাকে চাঁদাবাজি রোধে গোয়েন্দা তৎপরতা জোরদার করা হয়। সাদা পোশাকে একটি ট্রাকে ওঠে বসেন ওই কর্মকর্তাও তার গানম্যান। কুমিল্লা থেকে চৌদ্দগ্রাম পর্যন্ত ট্রাকটি তিন দফায় আটক করে পুলিশ এবং তিনবারই চাঁদা নিয়ে ট্রাক ছেড়ে দেয়া হয়। পরে ওই কর্মকর্তার রিপোর্টের ভিত্তিতে ওই চাঁদাবাজ পুলিশদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেন চট্টগ্রাম রেঞ্জের তৎকালীন ডিআইজি মেজবাউন নবী। ওই পুলিশ কর্মকর্তার ধারণা এ বছরও এমন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

নগরীতে ৯টি পশুরহাটে কেনা-বেচা শুরু হয়েছে। বাজারে দেশী-বিদেশী গরুর সমাহার ঘটলেও দাম চড়া। এবার প্রতিবেশী ভারত, মায়ানমার এমনকি নেপাল থেকেও গরু এসেছে। বিদেশী গরুর পাশাপাশি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে খামারীর আর গৃহস্থদের বাড়িতে সযত্নে লালিত-পালিত হৃষ্ট-পুষ্ট, নাদুস-নুদুস গরুরও কমতি নেই বাজারে।

গতকাল সরকারী ছুটি দিন হওয়ায় বাজারে ভিড় থাকলেও কেনাকাটা ছিল কম। ক্রেতারা বাজার ঘুরে দামদর পর্যক্ষেণ করবেন আরো অন্তত দুই তিন দিন। আর এর পরেই জমবে বাজার-এমন প্রত্যাশা ব্যবসায়ীদের। নগরীর সাগরিকা, বিবির হাট, সল্টগোলা ক্রসিং, পতেঙ্গা, স্টিল মিল গেট, ইলিয়াছ ব্রাদার্স মাঠ, কল্পলোক আবাসিক ময়দান, মইজ্জার টেক ও শিকলবাহায় পশুরহাট বসেছে।